দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 06 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ॥ পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন

অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩) একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত যেহেতু সেশন গণনা করা হয় ১লা জুলাই থেকে, সেহেতু পূর্ববর্তী সমস্ত অন্তঃপরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষাসমূহ এমনভাবে নিতে হবে এবং এমন সময় ফল প্রকাশ করতে হবে, যাতে জুলাই মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু করা যায়।

৪) পরীক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং খাতা দেখার জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান করতে হবে। কোন পরীক্ষককে ২০০-এর অধিক খাতা প্রদান করা উচিত নয়। খাতা দেখার জন্য পারিশ্রমিক হওয়া উচিত খাতা প্রতি কমপক্ষে বিশ টাকা। স্কেল পরিবর্তন ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে সঙ্গতি রেখে এ হার বাড়াতে হবে। পরীক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) পরীক্ষকের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাতা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

৬) কোন পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে অবৈধভাবে নম্বর বাড়িয়ে দিয়েছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যে স্তরের শিক্ষকই হোন না কেন, তার জন্য চাকরিচ্যুতি, জেল ও জরিমানাসহ কঠোর শাস্তির বিধান রাখতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের এবং পরীক্ষার হলে নকলে সহায়তাদানকারীদের জন্যও একই ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবৈধপন্থায় টাকা রোজগারের বহুপথ এখনও এদেশে খোলা আছে। শিক্ষকতার মহান পেশায় কোন অবস্থাতেই এদের স্থান থাকা উচিত নয়। এ সমস্ত অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাঁরা আহত ও নিহত হবেন, তিনি শিক্ষকই হোন, প্রশাসনিক কর্মকর্তাই হোন আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যই হোন, তাঁদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সময়মতো বই সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণপূর্বক একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) প্রতি ৫ বছর পর পর সিলেবাস পুনর্বিন্যাস করা দরকার।

৯) মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত সকল স্তরে রেজিস্ট্রেশন ফরম ও দাখিলা ফরমে কম্পিউটার পদ্ধতি চালু করতে হবে।

১০) কম্পিউটারের ব্যবস্থা থাকবে দুই পৃথক স্থানে যাতে প্রাপ্ত নম্বরের তুলনা করা যায় এবং ভুলভ্রান্তি হলে সংশোধন করা যায়।

১১) প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত কোন স্তরেই কোন গাইড বই, নোট বই, টেস্ট পেপার রাখা চলবে না। প্রাইভেট টিউশনী, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিষিদ্ধ করতে হবে।

১২) সকল সার্টিফিকেট অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার নম্বর তো থাকবেই, তদুপরি সমস্ত লেখাই এক পৃষ্ঠায় বাংলা ভাষায় এবং অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজী ভাষায় লেখা থাকবে।

১৩) দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে প্রায়ই শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরকে হামলার শিকার হতে হয়। এমনকি কখনও কখনও জীবন পর্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যবস্থাটা অত্যন্ত দুর্বল। এক্ষেত্রেও বিশেষ আইনের বিধান রাখতে হবে এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪) মফঃস্বলের কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রসংসদ নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সে ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **সমাপ্ত**